শিল্পবার্তা

বর্ষ ৪
সংখ্যা ৯
অগ্রহায়ণ ১৪২২
নভেম্বর ২০১৫

এসডিজি ফোরামের প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি

এসডিজি ফোরামের প্যানেল আলোচনায় শিল্পমন্ত্রী

নিরাপদ পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে

দ্রুত শিল্পায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ শিল্পবর্জ্যের দূষণ থেকে পানি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পরিবেশ দূষণরোধ, সুপেয় পানির সংস্থান, নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন, পরিচ্ছন্নতা ও নারী স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নসহ বিভিন্নখাতে একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারিখাত ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত অংশগ্রহণে কাজ করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ৩০ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে "আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের মূলোৎপাটন এবং সকলের জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন, পানি ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (Making it Happen: Ending Inequalities and Enduring Sanitation, Water and Hygiene for all as a basis for achieving the SDGs)" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোরামে প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা জানান। জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনের সাইড লাইনে দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস্, হাঙ্গেরি এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে এর আয়োজন করে। জাতিসংঘের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক সংস্থা ইউএন ওয়াটার, সেনিটেশন অ্যান্ড ওয়াটার ফর অল, ওয়াটার এইড, ইউনিসেফ এবং উইম্যান ফর ওয়াটার পার্টনারশীপ এটি আয়োজনে সহায়তা করে। ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এ কফুর এর সভাপতিত্বে প্যানেল আলোচনার সঞ্চালক ছিলেন সেনিটেশন অ্যান্ড

ওয়াটার ফর অল পার্টনারশীপের নির্বাহি সভাপতি ক্যাটারিনা ডি আলবুকিউ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেদারল্যান্ড সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন সহায়তা বিভাগের মহাপরিচালক ক্রিস্টিনা রেবারজেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক মন্ত্রী নমভুলা মকোনি, জাতিসংঘের নীতি সমন্বয় ও আন্তঃসংস্থা বিষয়ক সহকারী মহাসচিব থমাস গ্যাস, হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য বিষয়ক উপমন্ত্রী আদম জলটাম কোভাক, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের মহাপরিচালক. জেনিনিফার সারা, ইউনিসেফের উপ-নির্বাহি পরিচালক ফাতাউমাতা নাদিয়া আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি জোরদারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি সুপেয় পানি ও নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রকে ঐকবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানান। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর নয়, বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের সম্মানজনক জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা বিধানের ওপর নির্ভর করে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাপী নিরাপদ ও সবুজ শিল্পায়ন জরুরি। শিল্পবর্জ্য থেকে পানি দূষণরোধ এবং নারী জনগোষ্ঠিসহ সকলের জন্য নিরাপদ পানির সংস্থান এক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প কারখানায় সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দেন এবং নিরাপদ পানি সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা বাড়াতে উন্নত দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য, এ ফোরামে যোগ দিতে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল গত ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র যান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে ডেনিস কর্মসংস্থানমন্ত্রী

বাংলাদেশের শিল্প-কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ডেনমার্কের সহায়তা অব্যাহত থাকবে

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য শিল্প-কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ডেনমার্কের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন ডেনমার্কের কর্মসংস্থানমন্ত্রী জন নিরগার্ড লেসেন। তিনি বলেন, তৈরি পোশাক শিল্পখাতে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডেনমার্ক বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। ডেনমার্ক সফররত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে গত ০৫ অক্টোবর কোপেনহেগেনে বৈঠককালে ডেনিস কর্মসংস্থানমন্ত্রী এ কথা জানান। বৈঠকে ডেনমার্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত হেন ফাগল এসকেয়ার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশে সবুজ শিল্পায়নে ডেনমার্কের সহায়তাসহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। চলতি বছরের মার্চ মাসে ঢাকায় শুরু হওয়া 'ডেনমার্ক-বাংলাদেশ কৌশলগতখাতে সহায়তা' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্প-কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করছে। এ সময় তিনি তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য শিল্পকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যূনতম মজুরিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার গৃহিত উদ্যোগ সম্পর্কে তুলে ধরেন। ডেনিস কর্মসংস্থানমন্ত্রী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রম অধিকারসহ বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে বাংলাদেশের গৃহিত সাম্প্রতিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এর ফলে আগামীতে তৈরিপোশাক খাতে বাংলাদেশ দ্রুত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। এর আগে শিল্পমন্ত্রী ডেনমার্কের বিশ্বখ্যাত ডেইরি শিল্প প্রতিষ্ঠান এরাল ফুডস্ (Aral Foods) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বাংলাদেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পুষ্টিকর ডেইরি ফুড সরবরাহের উপায় নিয়ে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। পরে মন্ত্রী ডেনমার্কের বিখ্যাত সার, পেট্রো-কেমিক্যাল ও জ্বালানি প্রযুক্তি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হালদার টপসো (Haldor Topsoe) এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

ডেনমার্কের কর্মসংস্থানমন্ত্রীর সাথে শিল্পমন্ত্রী'র শুভেচ্ছা বিনিময়

জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে বিসিআইসি মিলনায়তনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সহচর শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য অবদানের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ মর্মস্পর্শী বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় ১৫ই আগষ্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ নিহত অন্যান্য সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০ তম শাহাদত বার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত
জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪০ তম শাহাদত বার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া মাহফিল

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি গত ৯ আগস্ট প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান

শিল্পখাতে বিশেষ অবদানের জন্য ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৩ প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। গত ০৯ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে রাজধানীর একটি হোটেলে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০১৩ প্রদান করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৩ সালের জন্য ৬টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে পৃথক ক্যাটাগরি হিসেবে বৃহৎ শিল্পে ৩টি, মাঝারি শিল্পে ৩টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ২টি, কুটির শিল্পে ৩টি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ৩টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গৃহিত শিল্পনীতির ফলে বাংলাদেশে শিল্পায়নের ধারা বেগবান হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে শিল্পখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন-মানের কাঙ্খিত পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তিনি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার প্রসারে শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানান। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি।

ডব্লিউআইপিও'র ৫৫তম বার্ষিক নীতি নির্ধারণী সভায় শিল্পসচিব

পেটেন্ট সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক

ভবিষ্যত প্রজন্মের মেধাসম্পদ সুরক্ষায় পেটেন্ট কো-অপারেশন ট্রিটি (Patent Co-operation Treaty/PCT) ও মাদ্রিদ প্রোটোকলে (Madrid Protocol) স্বাক্ষরের বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। তিনি বলেন, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশের মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগী করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পসচিব ০৫ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত "বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (WIPO) সদস্য দেশগুলোর সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ৫৫তম বার্ষিক নীতি নির্ধারণী সভা" (55th Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে এ কথা জানান। অনুষ্ঠানে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার মহাপরিচালক ফ্রান্সিস গারিসহ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। শিল্পসচিব বলেন, বাংলাদেশে সৃজনশীল উদ্ভাবকদের মেধাসম্পদ সুরক্ষা, মেধাসম্পদ সম্পর্কিত ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সহায়তায় ইতোমধ্যে দুটি "প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সহায়তা কেন্দ্র (Technology & Innovation Support Centre/TISC)" স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র দু'টি মডেল হতে পারে। তিনি ২০১১ সালের ইস্তাম্বুল ঘোষণা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মেধাসম্পদের উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির তাগিদ দেন। সম্মেলনে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) পক্ষে বেনিন বক্তব্য তুলে ধরেন। এতে বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থার সদস্যভূক্ত ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা সংগঠনের চলমান কর্মসূচি পর্যালোচনা করে বিশ্বব্যাপী মেধা সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনের জন্য টেকসই কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সভায় অংশগ্রহণের ফলে মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশে গৃহিত সাম্প্রতিক উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মেধাসম্পদের উন্নয়নে লাগসই কর্মসূচি প্রণয়নের পাশাপাশি ডবিউআইপিও'র সাথে ডিপিডিটি'র চলমান সহায়তা কার্যক্রম জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডব্লিউআইপিও'র ৫৫তম বার্ষিক নীতি নির্ধারণী সভায় বক্তব্য রাখছেন শিল্পসচিব

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী

খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে দ্রুত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির তাগিদ

খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ নিলে ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এমপি। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মিরাকল বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী গত ০২ অক্টোবর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে প্রয়োজন বর্ধিত উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ সেমিনার আয়োজন করে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি'র অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, ডিসিসিআই'র মহাসচিব এ.এইচ.এম. রেজাউল কবির, উৎপাদনশীলতা বিশেষজ্ঞ রূপালী বিশ্বাস, এম. ফজলুল করিম আলোচনায় অংশ নেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কোনো স্বপ্ন নয়, এটি একটি বাস্তবতা। ইতোমধ্যে সরকার ৫ হাজার ২শ' ৪৭টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সেবা প্রদান করছে। ফলে বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। তিনি রাজনৈতিক স্থিতিশিলতা ও প্রশিক্ষণের ওপর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নির্ভর করে বলে অভিমত দেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গৃহিত উদ্যোগের ফলে দেশে দারিদ্রের পরিমাণ দ্রুত কমছে। গত কয়েক বছরে ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্রের হার ১০ শতাংশে নেমে আসবে। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সম্প্রতি একনেকে চীনা বিনিয়োগকারিদের জন্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার চীনা বিনিয়োগে মুন্সীগঞ্জের বাউসিয়ায় গার্মেন্টস শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এগুলোতে চীনা কারখানা চালু হলে শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দেশে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে এ উদ্যোগের সাথে বেসরকারিখাত ও শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও পুঁজি এবং কারিগরি প্রযুক্তিসহ অন্যান্য খাতে কাঙ্খিত হারে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে না। ১৯৯৫ এর পূর্ব পর্যন্ত চীনের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশের চেয়ে কম ছিল উল্লেখ করে বক্তারা বলেন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বেসরকারিখাত ও শ্রমিকদের অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং মূল্যবান তথ্যের সহজলভ্যতার ফলে বর্তমানে চীনের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশ থেকে অনেক বেড়েছে। তারা বাংলাদেশকে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে এনপিও'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বেসরকারিখাত ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্যমন্ত্রী

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি

দশ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনীর উদ্বোধন

জামদানি শিল্পকে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে কাজ করছে সরকার- শিল্পমন্ত্রী

১ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে দশ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনী ২০১৫ আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি। বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি ও শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। সভায় শিল্পমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, জামদানি আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং পৃথিবীখ্যাত মসলিনের উত্তরাধিকার। এক সময় মসলিন সূক্ষ্মবস্ত্র হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। পৃথিবীর রাজা-বাদশা ও সুলতানদের সমাদৃত এ বস্ত্রের কদর ও চাহিদা ছিল প্রচুর। মসলিন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। বাংলাদেশকে হাজার বছর আগেই পৃথিবীতে পরিচিত করেছিল মসলিন অর্থাৎ আজকের জামদানি। তাই জামদানি বাঙালি জাতির গর্বের ধন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন যে, দেশের জামদানি শিল্পকে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, যে বাঙালি জাতীয়বাদের চেতনায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, তার মধ্যে জামদানি ও মসলিনের মত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অন্যতম। তিনি জামদানি শিল্পের প্রসারে আধুনিক ও পরিকল্পিত জামদানি শিল্পনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, সরকার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় নোয়াপাড়াতে বিসিকের মাধ্যমে ২০ একর জমির ওপর দৃষ্টি নন্দন জামদানি শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ নগরীর ৪০৯টি শিল্প প্লটের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৯৯টি প্লট উদ্যোক্তাদের মাঝে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জামদানি শিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মাঝে বিসিক নকশা বিতরণ ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। বরাদ্দকৃত সকল প্লটেই যাতে জামদানি শিল্প স্থাপন হয়, তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রী চেয়ারম্যান, বিসিকের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। জামদানি কারুশিল্পীদের নামে অন্য কেউ প্লট বরাদ্দ নিয়ে থাকলে, তা বাতিল করে দ্রুত প্রকৃত কারুশিল্পীদের মাঝে বরাদ্দ দিতে তিনি বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, এমপি বলেন, ঐতিহাসিক ও পর্যটকগণের অনেক সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় আমাদের ঐতিহ্যবাহী মসলিনই আজকের জামদানি। বিশেষ অঞ্চলের লোকদের শিল্পচর্চা ও শিল্পভাবনার ফলাফলই এই জামদানি শিল্প। তিনি দেশের গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিকের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি বলেন, জামদানি প্রদর্শনী কারুশিল্পীদের পণ্য বিপণনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন শুধু রাজধানীতে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের অন্যান্য বড় শহরগুলোতেও করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতির বক্তব্যে বিসিক চেয়ারম্যান জামদানি শিল্প নগরীকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেন। তাছাড়া এখানে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা, বিক্রয় এবং প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনসহ একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর জামদানি শিল্প নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে উল্লেখ করেন।

বিসিক আয়োজিত জামদানি প্রদর্শনী ২০১৫-এর স্টল পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি, শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা (APLAC) এর মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থায় (MRA) স্বাক্ষর।

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত APLAC এর ৩৫তম পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা (MRA) কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গত ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করে। উক্ত কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন (A2LA) এর সহ-সভাপতি এবং প্রধান কার্যনির্বাহী রোক্সানে রবিনসন। এ পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা স্বাক্ষরের ফলে ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে বিএবির সক্ষমতা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। এ অর্জনের ফলে বিএবি এ্যাক্রেডিটেড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বিশ্বের সর্বত্র গৃহীত হবে।

উল্লেখ্য, এ ব্যবস্থা টেস্টিং এবং ক্যালিব্রেশন রিপোর্টের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃতি অর্জনের একটি সার্বজনীন স্বীকৃত পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ব্যবস্থা দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা বিশেষ করে বাণিজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি বাধা অপসারণে সহায়তা করে। এছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের কাজ সহজতর করা, ক্রেতা, ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের আস্থা অর্জন এবং পণ্য ও সেবা নির্বাচনে সহায়তা করে। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গত ০৯ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে হংকং এ অনুষ্ঠিত APLAC এর ৩৪তম MRA কাউন্সিল সভায় টেস্টিং ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুরূপ একটি পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করে।

BAB Signing APLAC MRA for Calibration

BAB-DG, Md. Abu Abdullah (middle) signing the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) Mutual Recognitio Arrangement (MRA) for Calibration in the 35th APLAC-MRA Council meeting on 17 June 2015 Colombo, Sri Lanka with APLA Chair Mr. Nigel Jou (left) and APLAC MRA Council Chair Ms. Roxanne Robinson (right)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা (APLAC) এর মধ্যে পারস্পরিক MRA স্বাক্ষর ।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রতিনিধিদের ৮ম স্ট্যান্ডার্ড এন্ড মেট্রোলজি ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক কান্ট্রিজ (SMIIC) এর এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি (AC) সভায় অংশগ্রহণ।

গত ২৯-৩০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত SMIIC এর এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি (AC) সভায় বিএবির দুইজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় হালাল সনদ প্রদানকারী এবং হালাল এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার জন্য গাইডলাইনস প্রস্তুতের উপর আলোচনা করা হয় এবং হালাল এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য গঠিত কমিটির কর্মসূচী প্রণয়ন এবং অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশসহ ১৩ টি SMIIC সদস্যদেশ এ সভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন SMIIC এর মহাসচিব ইহছান ওভুচ। সভাপতিত্ব করেন এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি SMIIC এর সভাপতি সালেহ্ উকসেল।

SMIIC এর এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি (AC) সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সম্মেলন

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সম্মেলন (6th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) গত ১৮ আগস্ট মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। মালদ্বীপ সরকারের আমন্ত্রণে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। জাতিসংঘের আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্র (United Nations Centre for Regional Development/UNCRD) ও জাপান সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যৌথ সহায়তায় মালদ্বীপে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে দ্রুত নগরায়নের কারণে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে শিল্প দূষণ এবং প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশগত ঝুঁকির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারিত হয়। এছাড়া সম্মেলনে শিল্পবর্জ্যের পরিমাণ কমানো (Reduce), বর্জ্য পরিশোধন (Recycle) ও পরিশোধিত বর্জ্য শিল্প উৎপাদনে পুনর্ব্যবহারের (Reuse) ক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ ও সবুজ প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ধারা জোরদার করতে বাংলাদেশ সরকার গৃহিত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মত জনবহুল ও সীমিত সম্পদের অধিকারী দেশগুলোর মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারকদের সাথে শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশের শিল্পখাতে সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদারের লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন সহজ হবে।

শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদনের ক্ষমতা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করার দাবি

বর্তমানে শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমোদন প্রয়োজন না হলেও উদ্যোক্তাদেরকে কমপক্ষে ১৭টি সরকারি দপ্তরের অনুমোদন নিতে হয় বলে অভিযোগ করেছেন দেশিয় শিল্প উদ্যোক্তারা। তারা বলেন, দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সময় বাঁচাতে তারা শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি (বিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত "শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পথে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (Challenges and Opportunities of Bangladesh to Become Middle Income Country through Industrialization)" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ দাবি জানান। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। বিসিআই'র প্রেসিডেন্ট এ কে আজাদের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তামিম। এতে এফসিসিআই'র উপদেষ্টা মঞ্জুর আহমেদ, বিপিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট মোঃ জসিম উদ্দিন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ড. জাফরউলাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসিআই'র সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মনোয়ারা হাকিম আলী, বিসিআই'র সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু ও বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল আলোচনায় অংশ নেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানি নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুতের নিশ্চয়তা না থাকায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গতি আসছে না। বক্তারা জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে দ্রুত দেশিয় কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাগিদ দেন। বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ ও এলএনজি আমদানির ফলে বাংলাদেশ থেকে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের লক্ষ্যে আগামী ২০ বছরের জন্য শিল্পায়নের একটি রূপরেখা ঘোষণার দাবিসহ ২০১৫ সালের জাতীয় শিল্পনীতি ঘোষণার পর একে আইনে পরিণত করারও সুপারিশ করা হয়।

দ্রুততম সময়ের মধ্যেই এপিআই শিল্পপার্কে গ্যাস সরবরাহের সিদ্ধান্ত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় নির্মাণাধীন অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্কে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে বিসিকের সাথে সমন্বয় করে পেট্রোবাংলা ও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কাজ করবে। গত ৩০ আগস্ট এপিআই শিল্পপার্কে দ্রুত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এতে সভাপতিত্ব করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বিসিক চেয়ারম্যান আহমদ হোসেন খান, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ইসতিয়াক আহমদ,

তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নওশাদ ইসলাম, ঔষধ শিল্প মালিক সমিতির প্রতিনিধি আব্দুল মুক্তাদির ও এম. মোসাদ্দেক হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় এপিআই শিল্পপার্কে দ্রুত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় গ্যাস সংযোগ লাইন স্থাপনের ব্যয় মেটাতে প্রকল্প বরাদ্দ থেকে বিসিক ৩ কোটি টাকা ছাড় করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশিষ্ট টাকা শিল্পপার্কে বরাদ্দপ্রাপ্ত মালিকদের কাছ থেকে ঔষধ শিল্প মালিক সমিতি সমন্বয় করবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, ওষুধ শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাত। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ৮০টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। এপিআই শিল্পপার্ক চালু হলে, বিদেশে ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। এর পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বিশ্ব বাজারে ওষুধ রপ্তানির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দ্রুত এ শিল্পপার্ক স্থাপন প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এপিআই শিল্পপার্ক নির্মাণ শেষ হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে নবনিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পাজেরো স্পোর্টস্ উৎপাদনে সহায়তা কামনা

বাংলাদেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পাজেরো স্পোর্টস্ ও মিটসুবিসি পিকআপ উৎপাদনে জাপানের সহায়তা চেয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি। জাপানের সহায়তায় দীর্ঘ দিন ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গাড়ি সংযোজন করলেও বর্তমান সরকার দেশেই গাড়ি উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে এর সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। গত ১০ আগস্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিল্প সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবালসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাপান দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী জাপানের উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প-কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় সনি কর্পোরেশনের কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটি বাংলাদেশে স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে। এ কারখানায় কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক বাংলাদেশি ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এটি স্থানান্তর হলে সহজেই দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাবে। তিনি ঘোড়াশাল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউএফএফএল) ও পলাশ ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেডে জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা প্রতিস্থাপনে জাপানের প্রযুক্তিগত সহায়তা কামনা করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, এককভাবে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন অংশীদার। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে জাপান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। জাপানের সহায়তায় ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো), দ্বিতীয় ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-২), বিএসটিআই'র গবেষণাগার আধুনিকায়নসহ বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বাংলাদেশের এসএমই শিল্পখাতে জাপানি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন। সরকার ইতোমধ্যে জাপানের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে বলে তিনি জানান। জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি জাপান সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এ দেশে গুণগত - মানের শিল্পায়নের ধারা বেগবান করতে জাপানি উদ্যোক্তারা শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কাফকো প্রকল্পকে সাফল্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি এসএমই শিল্পখাতের উন্নয়নে জাপানের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদলের বৈঠক

জ্বালানি সাশ্রয়ী এলইডি বাতি উৎপাদনে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব

বাংলাদেশে বিশ্বমানের জ্বালানি সাশ্রয়ী এলইডি (LEDs/light-emitting diodes) বাতি উৎপাদনে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারতের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান বেনটেক ইন্ডিয়া লিমিটেড (BENTEC India Limited)। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদল গত ০৭ আগস্ট শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু'র সাথে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত শিল্পমন্ত্রীর বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) এর উপদেষ্টা নকিব আহমেদ যুগ্ম-পরিচালক বধিষ্ণতা মুখার্জি, বেনটেক ইন্ডিয়া লিমিটেড এর প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় চৌধুরী, তেল ও গ্যাস শিল্পের উদ্যোক্তা এ.কে. মুখার্জি, ওয়্যারপেট শিল্প উদ্যোক্তা দেবাংশু বোস, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক শিল্প উদ্যোক্তা এস.কে সাহা সহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, ভারত সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সরকারি অফিস-আদালতে এলইডি বাতি ব্যবহার করছে। বাংলাদেশেও এধরনের বাতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে।

সড়ক, রেল ও সমুদ্র পথে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কানেকটিভিটি জোরদারের লক্ষ্যে সম্প্রতি সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তি দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ভারতের গৌ-হাটিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের শাখা অফিস স্থাপনের উদ্যোগ ভিসাদান প্রক্রিয়া সহজতর করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের শিল্পখাতে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের প্রতি বাংলাদেশ সবসময় ইতিবাচক। দু'দেশের জনগণের মধ্যে অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিসহ ঐতিহাসিক সম্পর্ক এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কাজ করছে। তিনি জ্বালানি সাশ্রয়ী এলইডি বাতি উৎপাদনখাতে বিনিয়োগের জন্য সম্ভাব্যতা-যাচাই সমীক্ষা (Feasibility Study) চালানোর পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের জন্য লাভজনক যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পূর্ণ সহায়তা থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে একটি ট্রাক্টর কারখানা স্থাপন করতে আগ্রহী বেলারুস সরকার

বাংলাদেশে যৌথ উদ্যোগে একটি ট্রাক্টর কারখানা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বেলারুশ। সরকারি পর্যায়ে অথবা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে যৌথ বিনিয়োগে এ কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। গত ২৬ জুলাই বেলারুশ সফরকালে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে বেলারুশের শিল্প উপমন্ত্রী দিমিত্রি এ. কর্চাক এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বেলারুশের শিল্প উপমন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ ও বেলারুশের রাষ্ট্রদূতদ্বয়, সফররত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সদস্য এবং বেলারুশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বেলারুশের শিল্প উপমন্ত্রী বলেন, বেলারুশ আন্তর্জাতিক মানের ট্রাক্টর, বাস, ট্রাক, অটো মোবাইলস্, ইলেক্ট্রনিক্স লিফ্ট, পাওয়ার জেনারেটর, কমবাইন্ড হারবেস্টরসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে থাকে। তাদের উৎপাদিত ট্রাক্টর পৃথিবীর ১২০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে উচ্চ প্রযুক্তির এ ট্রাক্টর উৎপাদন কারখানা স্থাপন করে উভয় দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ২০১২ সালে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট মিয়াস নিকোভিচের প্রথম বাংলাদেশ সফরের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর ফলে ২০১৩ সালে বেলারুশের রাষ্ট্রপতি পুনরায় বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং বাংলাদেশের সাথে বেলারুশের ৫টি চুক্তি এবং ৭টি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এসব চুক্তি এবং সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের ফলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কারিগরি সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্ক জোরদারের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীন, কোরিয়া, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করবে। বেলারুশের শিল্প উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হলে তাদের জন্যও এ ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশি পণ্য ইতোমধ্যে ইইউ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে উলেখ করে তিনি এ সুযোগ নিতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বেলারুশের ব্যবসায়ীদের আহবান জানান।

পরিমাপক যন্ত্র যাচাইয়ে আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের ক্ষমতা পেল বিএবি

বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, কোনো একক পণ্যের ওপর নির্ভর করে শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় ইতোমধ্যে বেশ কিছু নতুন পণ্য সংযোজিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি রপ্তানির প্রবৃদ্ধির চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা (ক্যালিব্রেশন) নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ক্যালিব্রেশন (ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রের যথার্থতা যাচাই) অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সক্ষমতা অর্জনের ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ তাগিদ দেন। গত ২৪ জুন শিল্প মন্ত্রণালয় ভবনে অবস্থিত বিএবি'র কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্পসচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, ১৭ জুন, ২০১৫ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রেডিটেশন কো-অপারেশন (APLAC) এর পারস্পরিক স্বীকৃতি বিষয়ক সভায় (Mutual Recognition Arrangement Council/MRA Council) বিএবি ক্যালিব্রেশন অ্যাক্রেডিটেশন সনদের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। এর ফলে দেশে ওজন ও পরিমাপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যথার্থতা নিরূপনের ক্ষেত্রে (ক্যালিব্রেশন) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড থেকে দেয়া সনদ এখন থেকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। এতে শিল্প উদ্যোক্তাদের সনদ নেয়ার ক্ষেত্রে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ক্যালিব্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করায় দেশে বাটখারাসহ বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের সঠিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে ওজন ও পরিমাপে কারচুপিরোধ করা সহজ হবে। একই সাথে বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিগুলো সনদ বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের প্রথম সার্টিফিকেশন বডি হিসেবে বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল বিএসটিআই

দেশের প্রথম সার্টিফিকেশন বডি (সনদ প্রদানকারী সংস্থা) হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট (আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা সনদ) অর্জন করল বিএসটিআই। মান, পরিবেশ এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানসনদ (আইএসও) যথাযথভাবে অনুসরণ করায় বিএসটিআইয়ের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন উইং গত ০৯ জুন এ সনদ লাভ করেছে। বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৫ উপলক্ষে রাজধানীর ডিসিসিআই মিলনায়তনে আয়োজিত ''অ্যাক্রেডিটেশনঃ স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সহায়তা করে (Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care শীর্ষক সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ সনদ প্রদান করেন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত। এতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) উর্ধ্বতন সহসভাপতি হুমায়ুন রশীদ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহসহ সরকারি-বেসরকারি ল্যাবরেটরি, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সার্টিফিকেশন বডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সেবার মানের ওপর সেবা গ্রহিতারা আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। এ প্রবণতা ঠেকাতে তিনি বিদেশি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মত দেশিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধির তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী ৭টি ল্যাবরেটরিকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেন। এগুলো হচ্ছে- ডিভাইন ফেব্রিকস্ লিঃ এর সেন্ট্রাল টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আণবিক শক্তি কমিশনের অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি, পেট্রোমেক্স রিফাইনিং লিঃ এর পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট টেস্টিং ল্যাবরেটরি, সামুদা কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল কেমিক্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, টুভ সুদ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এর টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি, বিসিআইসি'র টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি এবং ডার্ড গ্রুপের বাংলাদেশ মেটারিয়াল টেস্টিং ল্যাবরেটরি।

বিএবির কারিগরি সভা আয়োজন।

অ্যাসেসমেন্টের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের অ্যাসেসর এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রথম বারের মত গত ১০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে দিনব্যাপী একটি কারিগরি সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল বিএবির এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যাদি উপস্থাপন, কারিগরি ডকুমেন্ট, পলিসি এবং প্রসিডিউর সম্পর্কে অ্যাসেসর এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের অবগত করা এবং অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়। এছাড়া অন্যতম এ্যাক্রেডিটেশন শর্ত মেট্রোলজিক্যাল ট্রেসিবিলিটি এবং বাংলাদেশে হালাল এ্যাক্রেডিটেশন চালুকরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আলতাফ হোসেন।

বিএবির কারিগরি সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্যারামিটার ব্যবহার করতে হবে-

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি বলেছেন, শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অবকাঠামো নির্মাণ, সেবাখাতসহ সকল ক্ষেত্রে পরিমাপের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন পণ্য উৎপাদন কিংবা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করা জরুরি। এর ব্যত্যয় হলে তা ভোক্তা সাধারণের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্যারামিটার ব্যবহার করতে হবে। বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) তেজগাঁওস্থ প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। "Measurements and Light" বা "পরিমাপ ও আলো"-এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিএসটিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস, এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ। বিদ্যুৎ শক্তি যথাযথভাবে পরিমাপ এবং সিস্টেম লস কমিয়ে আনার জন্য বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, অফিস-আদালত, হাসপাতালসহ সকল স্থানে স্মার্ট এনার্জি মিটার ব্যবহার করার আহবান জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রম যত জোরদার হবে, জ্বালানির চাহিদাও তত বাড়বে। বাড়তি চাহিদার যোগান দিতে আলো কিংবা বিদ্যুৎ শক্তির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, অফিস-আদালত, হাসপাতালসহ সকল স্থানে জ্বালানি দক্ষ স্মার্ট এনার্জি মিটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিষয়টি জনপ্রিয় করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি বিএসটিআই কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, পরিমাপের সঠিকতা আনয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। পরিমাপ ঠিক না করে কোনো আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। বিএসটিআই'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক অর্জনের কথা তুলে ধরে সংস্থাটির মহাপরিচালক ইকরামুল হক বলেন, বিএসটিআই'র কয়েকটি ল্যাবরেটরি, প্রোডাক্টস সার্টিফিকেশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এ্যাক্রেডিটেশন তথা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে বিএসটিআইর ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীর ৬টি ল্যাব নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রেডিটেশন এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড থেকে এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে রপ্তানি বাণিজ্যে বাঁধা অপসারণে এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ব মেট্রোলজী দিবসের আলোচনা সভা

বিআইএম-এর প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফর

বিআইএম প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফর

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপণের লক্ষ্য নিয়ে বিআইএম-এর প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে নতুন মাত্রা যোগ করতে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপণের লক্ষ্য নিয়ে বিআইএম-এর একটি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ার পাঁচটি উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যৌথ কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। গত ২-৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই শিখণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সফরে বিআইএম-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব মালয়, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া এবং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স মালয়েশিয়া (ইউএসএম) সফর করেন।

বিএসটিআই থেকে ছয় প্রতিষ্ঠানকে আইএসও সনদ প্রদান

আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) থেকে ৬ (ছয়) টি প্রতিষ্ঠানকে আইএসও ৯০০১:২০০৮ (কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এবং আইএসও ২২০০০:২০০৫ (ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট) সনদ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান ছয়টির মধ্যে-নিটল মটরস্ লিমিটেড (সার্ভিস), দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, প্রিন্স ক্যামিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেনিং ইন্টারন্যাশনাল (এমটিআই) লিমিটেড, টেকনোলজি এন্ড বিজনেস সলিউশনস্ লিমিটেডকে আইএসও ৯০০১:২০০৮ এবং ভিটালাক ডেইরি এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে আইএসও ২২০০০:২০০৫ এর উপর সনদ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান ছয়টির মধ্যে-নিটল মটরস্ লিমিটেড (সার্ভিস), দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, প্রিন্স ক্যামিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেনিং ইন্টারন্যাশনাল (এমটিআই) লিমিটেড, টেকনোলজি এন্ড বিজনেস সলিউশনস্ লিমিটেডকে আইএসও ৯০০১:২০০৮ এবং ভিটালাক ডেইরি এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে আইএসও ২২০০০:২০০৫ এর উপর সনদ প্রদান করা হয়। ১৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ তেজগাঁওস্থ বিএসটিআই'র প্রধান কার্যালয়ে এ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছে সনদ হস্তান্তর করেন বিএসটিআই'র মহাপরিচালক জনাব ইকরামুল হক।

বিএসটিআই থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আইএসও সনদ প্রদান

শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য অ্যাবস-এ বিসিক

দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য অ্যাবস-এ (অ্যাপিকেশন সফট ওয়্যার) বিসিকের সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় এ সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করা হয়েছে। যে কোন উদ্যোক্তা তাদের মোবাইল সেট থেকে অ্যাপস-এ গিয়ে প্রোগ্রামটি ডাউনলোড করে বিসিক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রোগ্রামটিতে বিসিকের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন ফরম এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত আছে। উদ্যোক্তা যদি বিসিক সম্পর্কে অধিকতর ধারণা বা তথ্য পেতে চান, তাহলে যোগাযোগ বাটনে ক্লিক করলে বাংলাদেশের সকল জেলার নাম প্রদর্শিত হবে। আর এই প্রদর্শিত জেলার নামের উপর উদ্যোক্তা ক্লিক করলে সরাসরি ঐ জেলার কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনে কথা বলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিসিক শিল্পপার্ক টাঙ্গাইল, একনেকে অনুমোদিত

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় গোড়াই মৌজায় ৫০ একর জমির উপর 'বিসিক শিল্পপার্ক টাঙ্গাইল, স্থাপনের কাজ শীঘ্র শুরু হতে যাচ্ছে। গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। জুন, ২০১৭ সালে শিল্পপার্কের কাজ শেষ হবে। ১৬৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত শিল্পপার্কে ২৮০টি প্লট থাকবে, যাতে ২৫০টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হবে। শিল্পপার্কে ৬৫০ জন মহিলাসহ ৬৫০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

বিটাকের তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মোপযোগী বাস্তব প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, দেশে ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে Skills for employment investment program (SEIP) নামক প্রকল্পের আওতায় বিটাকের তিনটি কেন্দ্র ঢাকা, বগুড়া ও খুলনা কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ২৭০০ জনকে তিনটি ট্রেডে ওয়েল্ডিং, মেশিন সপ ও ইলেকট্রিক মেইনটেন্যান্স এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গত ৬ জুলাই ২০১৫ হতে বিটাকের তিনটি কেন্দ্রে শুরু হয়েছে। বিটাকের প্রতিটি কেন্দ্র ৯০০ জন করে প্রশিক্ষণনার্থীকে উল্লিখিত ৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প কারখানায় এক মাসের বাস্তব প্রশিক্ষণসহ কোর্সগুলোর মেয়াদ চার মাস। প্রশিক্ষণ শেষে অংশ গ্রহনকারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন শিল্প কারখানা চাকুরির ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশিক্ষণনার্থীদের সাথে মত বিনিময়

শিল্পবার্তা
আমাদের লক্ষ্য শিল্পে সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ

আমাদের কথা

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেকসই শিল্পায়ন অন্যতম ভূমিকা পালন করে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বর্তমান সরকার শিল্প খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকারের গৃহিত শিল্পনীতি ও কর্মসূচির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা পরিচালনার পাশাপাশি দক্ষ বেসরকারিখাত গড়ে তুলতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ১১টি দপ্তর/সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। ফলে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প স্থাপনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৫ চূড়ান্ত করা হচ্ছে। সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বিনিয়োগ সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শিল্প সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ৩১টি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আরও কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তি চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। সরকারের রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব পরিকল্পনার আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। কৃষকদের নিকট সার পৌঁছানো নিশ্চিত করার জন্য সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে বার্ষিক ৫,৮০,৮০০ মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে বিশেষায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক জায়গায় এনে বিভিন্ন শিল্পপার্ক/ শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার হাজারিবাগের ট্যানারিগুলোকে সাভারে স্থানান্তর, মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপনসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এসব শিল্পপার্ক ও শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ শেষে দেশে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান হবে, দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে। বর্তমান সরকার গৃহীত এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের আংশিক চিত্র শিল্প বার্তার এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। শিল্প বার্তায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে পাঠকগণ সম্যক ধারণা পাবেন বলে আমরা আশাবাদী। শিল্পবার্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কর্মস্পৃহার একটি আন্তরিক ফসল। অনভিজ্ঞতাহেতু এ প্রচেষ্টার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে, যা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। এ প্রয়াসকে সফল করার জন্য যারা লেখা, তথ্য, পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পরিষদ

Design & Production | Sparrow Communication | 01711-142520

সম্পাদনা পরিষদ: মো: দাবিরুল ইসলাম-যুগ্মসচিব, মো: শওকত আলী-উপসচিব, মো: আমিনুর রহমান-উপসচিব, প্রতুল কুমার সাহা-উপসচিব এবং মো: আবদুল জলিল-সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা।

প্রকাশনায় ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল ঃ shilpabarta.moind@gmail.com, Web : www.moind.gov.bd